ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় যুব-সততা জরিপ ২০১৫

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের ইতিহাসে এদেশের যুবদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বাক্ষর রয়েছে। বর্তমানেও সামাজিক অবিচার, শোষণ, দুর্নীতি ও অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে যুবরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আর এ জন্য যুবদের মাঝে কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা, দুর্নীতিকে না বলার সাহস ও দুর্নীতি প্রতিরোধের সামর্থ থাকা প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে সততার চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দীর্ঘদিন যাবৎ তরুণ সমাজকে দুর্নীতিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে যুবদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সততা ও দুর্নীতি সম্পর্কে বর্তমান যুব সমাজের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা এবং তাদের ব্যক্তি পর্যায়ে সততার চর্চা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্যেই টিআইবি সততা সম্পর্কে যুবদের ধারণা, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী নিরূপণ করার জন্য বর্তমান 'জাতীয় যুব-সততা জরিপ, ২০১৫' পরিচালনা করে। দুর্নীতি ও সততা সম্পর্কে বাংলাদেশের যুবদের মতামত, বিশেষভাবে তাদের মূল্যবোধ, নৈতিক মান বিবেচনায় জীবনের বিভিন্ন কল্পিত পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ নিরূপণ করাই এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য।

একজন 'সৎ মানুষ' বলতে যা বোঝায় ...

৯৭%

কোনো পরিস্থিতিতেই কখনোই আইন ভঙ্গ করে না

৩০%

পরিবার ও বন্ধুদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আইন ভঙ্গ করে

৯৮%

কখনোই মিথ্যা বলে না বা প্রতারণা করে না, মানুষ তাকে বিশ্বাস করে

৩৫%

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থ ছাড়া কখনো মিথ্যা বলে না বা প্রতারণা করে না

৯৮%

কখনো দুর্নীতি করে না; কোনো পরিস্থিতিতেই ঘুষ নেয়ও না, দেয়ও না

১৬%

ঘুষ-দুর্নীতি রীতিতে পরিণত হয়েছে- এমন ক্ষেত্র ছাড়া ঘুষ গ্রহণ বা দুর্নীতি করে না

ধনী হওয়ার চেয়ে সৎ হওয়া অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ

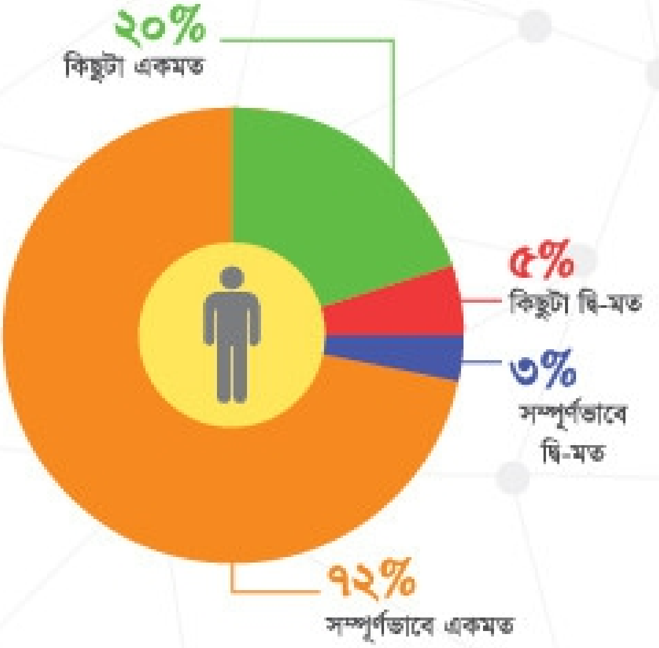

অসৎ ব্যক্তির চেয়ে সৎ ব্যক্তির জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

২৭%	৫%	১৩%	৫৫%
সম্পূর্ণভাবে দ্বি-মত	কিছুটা দ্বি-মত	কিছুটা একমত	সম্পূর্ণভাবে একমত

দুর্নীতি দমন ও সততা প্রতিষ্ঠায় যুবদের ভূমিকা

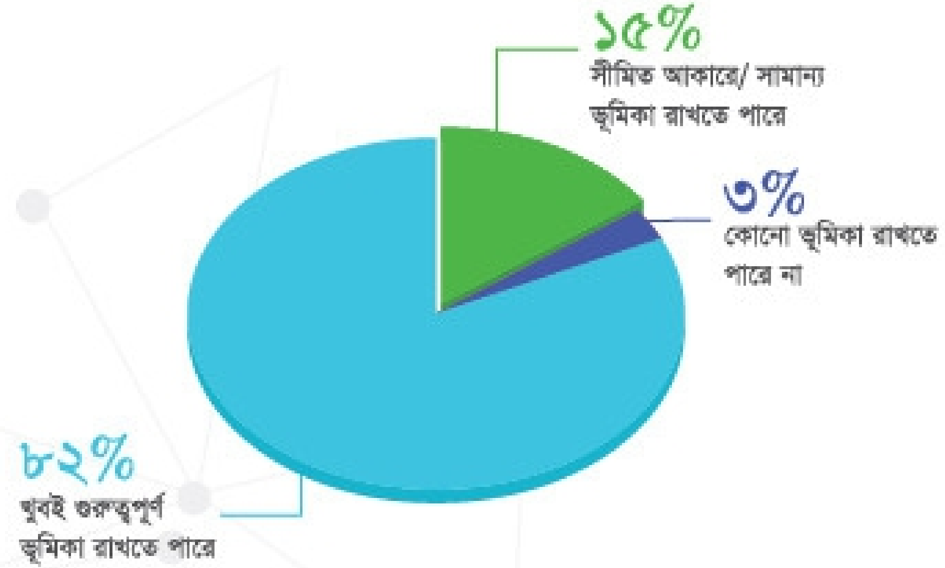

'সততা' সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা ও আচরণ

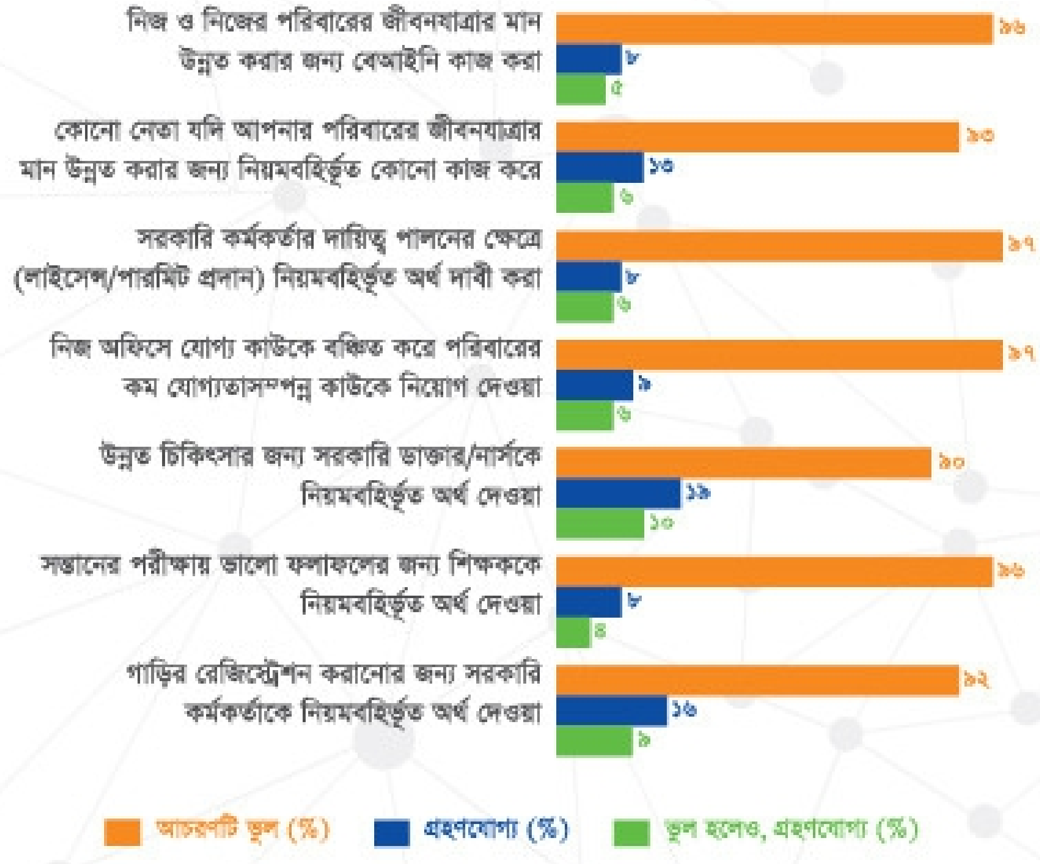

দুর্নীতির অভিজ্ঞতা

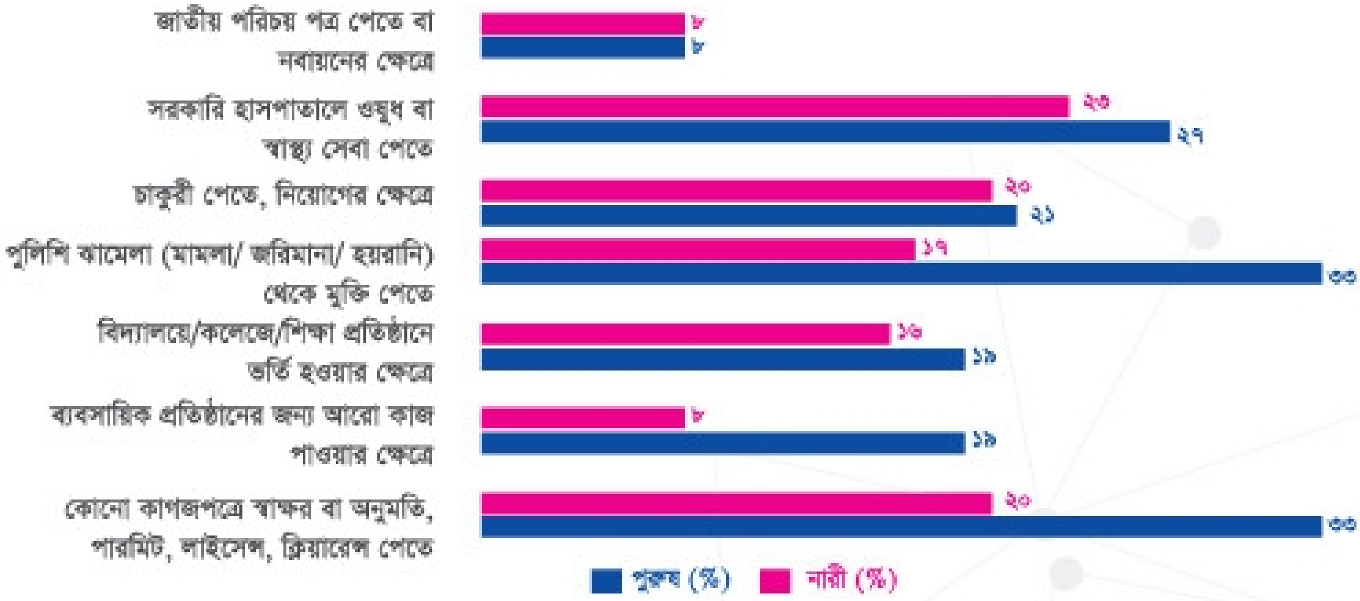

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিদ্যমান সততার মাত্রা সম্পর্কে ধারণা

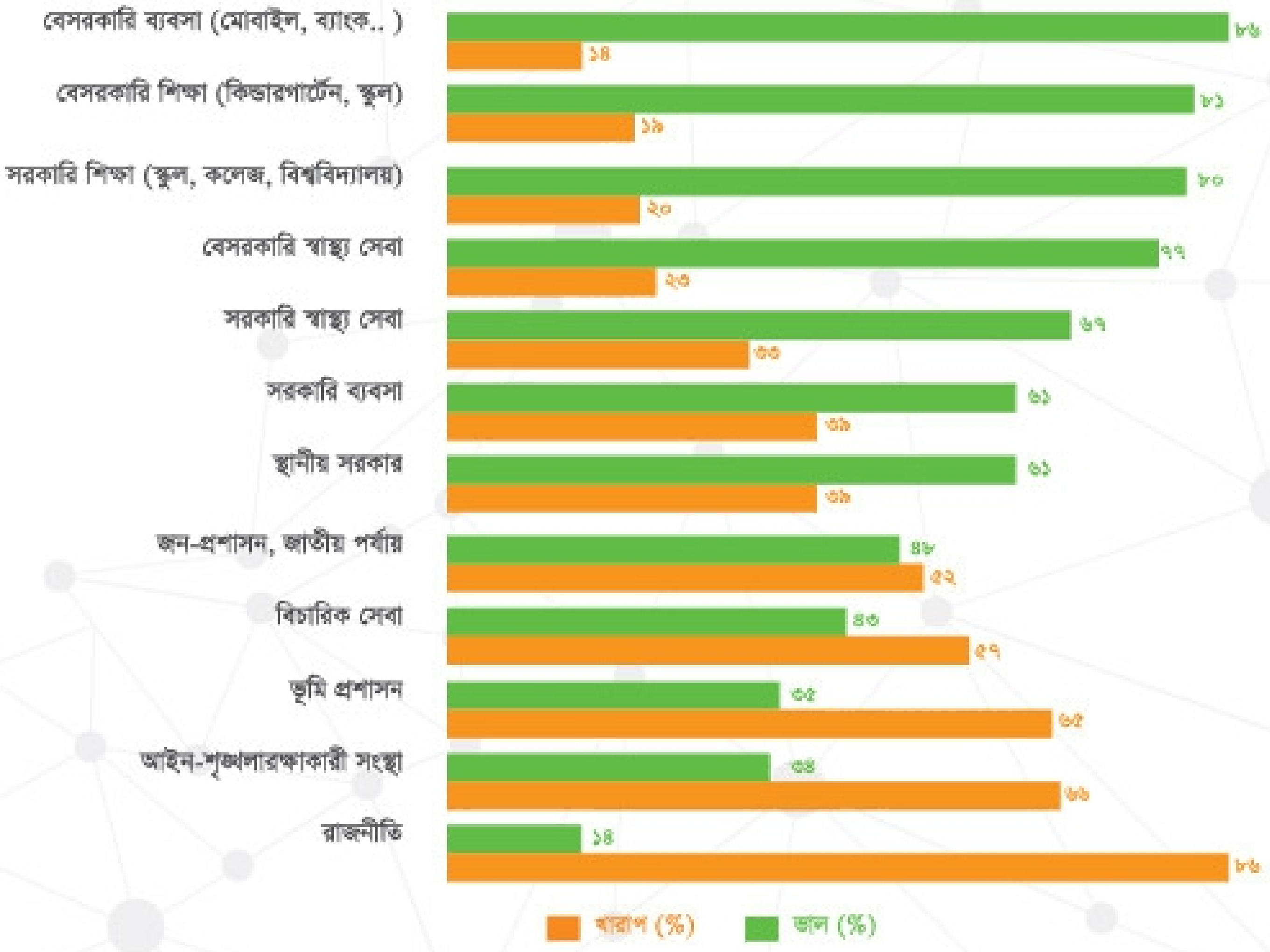

জরুরী নথি সংগ্রহে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক হয়রানি/দেরীর ক্ষেত্রে

	নারী	পুরুষ
নিয়মানুযায়ী কাজ করার জন্যে আপনি অপেক্ষা করবেন	১৮%	১৫%
কতটা দেরী হবে এবং দেরী হবার কারণ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবেন	৫৪%	৫১%
দ্রুত কাজটি করতে সাহায্যের জন্য আত্মীয় বা বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করবেন	১৬%	১৯%
কাজটি দ্রুত করার জন্য আপনি সরাসরি ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রস্তাব করবেন	১২%	১৫%

গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় পাস করা/গুরুত্বপূর্ণ কোনো চাকুরি পাওয়ার জন্য

সাফল্যের জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করবেন-হতে পারে ঘুষ প্রদান, প্রতারণা, মিথ্যা বলা	১১%
বন্ধুর কাছে সাহায্য চাইবেন, কারণ এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার	২১%
ব্যর্থ হতে পারেন জেনেও কোনো প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না, বরং সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন	৬৮%

নিয়োগদাতা চাকুরি দেওয়ার বিনিময়ে ভবিষ্যৎ বেতনের ১০-২০% দাবি করলে ...

	নারী	পুরুষ
আপনি অর্থ দিতে রাজি হবেন, কারণ বর্তমানে এভাবেই চাকুরি গ্রহণ করতে হয়	১৫%	১৮%
ইতস্ততঃ করবেন, পরিবারের সাথে আলোচনা শেষে আপনি এটি গ্রহণ করবেন	৩৬%	৩০%
আপনি সাথে সাথে 'না' বলবেন এবং এই চাকুরির বিষয়টি ভুলে যাবেন	৪৯%	৫২%

কোনো আত্মীয় নিয়মবহির্ভূতভাবে ভালো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরি দিতে চাইলে . . .

৩৪%	সরাসরি 'না' বলে দিবেন, আপনি এধরনের পথ অনুসরণ করতে চান না
২৪%	অনেক্ষণ ইতস্ততঃ করবেন এবং পরিশেষে 'না' বলার সিদ্ধান্ত নেবেন
২২%	কিছুটা অস্বস্তি/ বিব্রত বোধ করবেন, তবে সবাই এরকম করে ভেবে 'হ্যাঁ' বলবেন
২০%	সাথে সাথে 'হ্যাঁ' বলবেন- এটাতো খুবই ভালো সংবাদ

দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ করার ক্ষেত্রে আগ্রহ

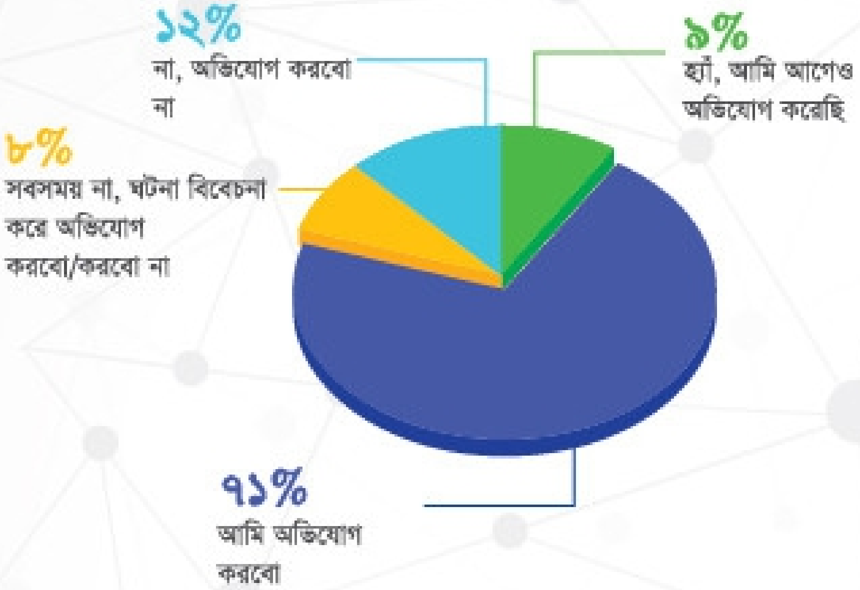

দুর্নীতির অভিযোগ করতে আগ্রহী না হওয়ার কারণ

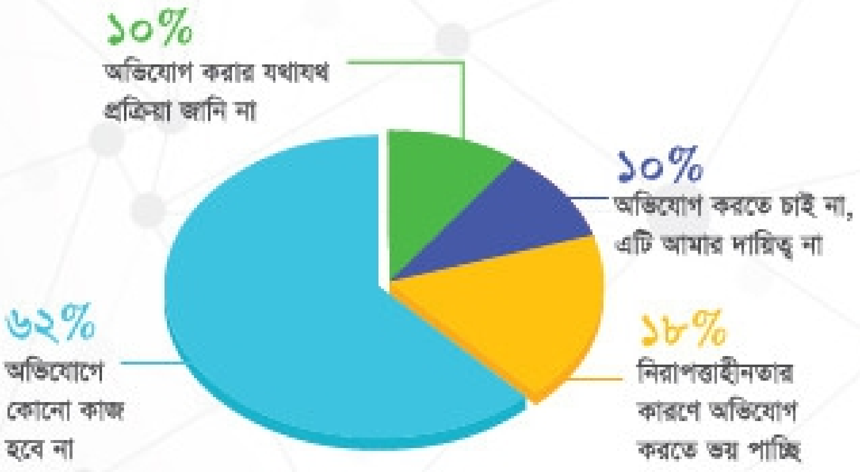

সহযোগিতায়:

Embassy of Denmark

EMBASSY OF SWEDEN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UKaid from the British people

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

সুপারিশ

- দুর্নীতি যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা বাস্তবিক অর্থে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এর মাধ্যমে তরুণদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। শাস্তি থেকে অব্যাহতির সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে ।
- যুবদের মধ্যে সততার প্রসার ও চর্চার বিষয়টিকে জাতীয় যুব নীতিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এর কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সততা প্রতিষ্ঠায় যুবদের ভূমিকা ও কর্মকৌশল গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরিবারের জন্য নির্ধারিত কর্ম-পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে
- যুবদের জন্য দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত সৃষ্টি করতে হবে। এ লক্ষ্যে কার্যকরভাবে তথ্য আইন ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদান আইনের প্রয়োগ করতে হবে
- পাঠ্যক্রমে দুর্নীতিবিরোধী বিষয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা চালু করতে হবে
- যুবদেরকে সততা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ব্যাপকভাবে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে
- পরিবার থেকে নৈতিকতা শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারাভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল - ৪ ও ৫),
বাড়ি # ০৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: +৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স নম্বর: ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh